বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

হে মুসলিমগণ, শেখ হাসিনা ভারতের নিকট দেশের সকল স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে!

আসন্ন খিলাফতে রাশিদাহ্ এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর বিচার করবে এবং অচিরেই ভারতকে পদানত করবে

- দিন দিন হাসিনার বিশ্বাসঘাতকতা 'নতুন উচ্চতায়' পৌঁছে যাচ্ছে। 'হাসিনা' নামটি বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক এবং তার পদক্ষেপগুলি বিশ্বাসঘাতকতার 'প্রতীক' হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- হাসিনা ভারতের প্রতি তার আনুগত্যকে প্রমাণ করতে দেশবিরোধী একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উপকূলীয় নজরদারির নামে ভারতকে সামরিক রাডার বসানোর অনুমতি প্রদান, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ, ফেনী নদী থেকে দিনে ১.৮২ কিউসেক পানি প্রদান, বিপুল পরিমাণ তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস রপ্তানী, ইত্যাদি তার বিশ্বাসঘাতকতার নমূনা।
- হাসিনার মত ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের ক্ষেত্রে এটাই কি স্বাভাবিক নয়! কারণ তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে – সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, দেশের অভ্যন্তরে লুটপাট করা, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দমত উত্তরাধিকারীর জন্য ক্ষমতার মসনদকে সুরক্ষিত করা।
- এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বাধা দূর করতে হাসিনার মত যালিম শাসকেরা দেশবাসীর উপর নির্বিচারে যুলুম-নির্যাতন চালায়, প্রতিনিয়ত জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমন করে, যার জলন্ত উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম বুয়েটের শেরে বাংলা হলে যেখানে হাসিনার লাঠিয়াল বাহিনী আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে হত্যা করলো।

হে মুসলিমগণ! খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠায় হিযবুত তাহ্‌রীর-কে নুসরাহ্ প্রদানে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট দাবী তুলুন

আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র:

- এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর বিচার করবে।
- সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করবে – কারণ এসকল চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।
- বন্দর ও সমুদ্র উপকূলের মতো কৌশলগত সম্পদ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ বাতিল করে উম্মাহ্'র কর্তৃত্ব নিশ্চিত করবে – বিশ্বে নেতৃত্বশীল জাতি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার হাতিয়ার হিসেবে এই কৌশলগত সম্পদগুলোকে ব্যবহার করবে।
- ভারতকে পদানত করবে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে ফারাক্কা, তিস্তা ব্যারেজসহ সকল বাঁধ অপসারণে ভারতকে বাধ্য করবে।

"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী হিন্দুস্তানের (ভারত) সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই বাহিনীর যোদ্ধাদের বিজয় দান করবেন। তারা হিন্দুস্তানের শাসকদের বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ সেই বাহিনীর যোদ্ধাদের মাগফিরাত দান করবেন..." [কিতাবুল ফিতান]

১১ সফর, ১৪৪১ হিজরী
১০ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info
হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্‌রীর
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

হে মুসলিমগণ, শেখ হাসিনা ভারতের নিকট দেশের সকল স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে!

আসন্ন খিলাফতে রাশিদাহ্ এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর বিচার করবে এবং অচিরেই ভারতকে পদানত করবে

- দিন দিন হাসিনার বিশ্বাসঘাতকতা 'নতুন উচ্চতায়' পৌঁছে যাচ্ছে। 'হাসিনা' নামটি বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক এবং তার পদক্ষেপগুলি বিশ্বাসঘাতকতার 'প্রতীক' হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- হাসিনা ভারতের প্রতি তার আনুগত্যকে প্রমাণ করতে দেশবিরোধী একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উপকূলীয় নজরদারির নামে ভারতকে সামরিক রাডার বসানোর অনুমতি প্রদান, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ, ফেনী নদী থেকে দিনে ১.৮২ কিউসেক পানি প্রদান, বিপুল পরিমাণ তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস রপ্তানী, ইত্যাদি তার বিশ্বাসঘাতকতার নমূনা।
- হাসিনার মত ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের ক্ষেত্রে এটাই কি স্বাভাবিক নয়! কারণ তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে – সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, দেশের অভ্যন্তরে লুটপাট করা, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দমত উত্তরাধিকারীর জন্য ক্ষমতার মসনদকে সুরক্ষিত করা।
- এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বাধা দূর করতে হাসিনার মত যালিম শাসকেরা দেশবাসীর উপর নির্বিচারে যুলুম-নির্যাতন চালায়, প্রতিনিয়ত জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমন করে, যার জলন্ত উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম বুয়েটের শেরে বাংলা হলে যেখানে হাসিনার লাঠিয়াল বাহিনী আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে হত্যা করলো।

হে মুসলিমগণ! খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠায় হিযবুত তাহ্‌রীর-কে নুসরাহ্ প্রদানে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট দাবী তুলুন

আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র:

- এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর বিচার করবে।
- সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করবে – কারণ এসকল চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।
- বন্দর ও সমুদ্র উপকূলের মতো কৌশলগত সম্পদ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ বাতিল করে উম্মাহ্'র কর্তৃত্ব নিশ্চিত করবে – বিশ্বে নেতৃত্বশীল জাতি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার হাতিয়ার হিসেবে এই কৌশলগত সম্পদগুলোকে ব্যবহার করবে।
- ভারতকে পদানত করবে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে ফারাক্কা, তিস্তা ব্যারেজসহ সকল বাঁধ অপসারণে ভারতকে বাধ্য করবে।

"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী হিন্দুস্তানের (ভারত) সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই বাহিনীর যোদ্ধাদের বিজয় দান করবেন। তারা হিন্দুস্তানের শাসকদের বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ সেই বাহিনীর যোদ্ধাদের মাগফিরাত দান করবেন..." [কিতাবুল ফিতান]

১১ সফর, ১৪৪১ হিজরী
১০ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info
হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্‌রীর
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ